بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩০ মে, ২০২৫ মোতাবেক ৩০ হিজরত, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (সূরা নূর: ৫৪-৫৭)

আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহে আহমদীয়া জামা'তে খিলাফতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার একশত সতেরো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ১৯০৮ সালে এই ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতি ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং এটি আহমদীয়া জামা'তের প্রতি আল্লাহ তা'লার এক মহা অনুগ্রহ যে, আমরা এমন এক ব্যবস্থার অংশ যার ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ তা'লা করেছিলেন যে, মসীহ ও মাহদীর আগমনের পর এমন এক যুগের আরম্ভ হবে যা ইসলামের পুনরুত্থান এর যুগ। আর এরপর এই ব্যবস্থায় খিলাফতের যুগেরও আরম্ভ হবে যার ব্যাপারে মহানবী (সা.) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। হাদীসে বর্ণিত মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী হলো, তিনি (সা.) বলেন, **"তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন, তারপর তিনি সেটি উঠিয়ে নেবেন এবং খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত (অর্থাৎ নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত) প্রতিষ্ঠিত হবে। তারপর আল্লাহ তা'লা যখন চাইবেন এই নেয়ামতও উঠিয়ে নেবেন। এরপর তাঁর তকদীর অনুযায়ী কষ্টদায়ক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। যখন এই যুগ শেষ হবে তখন এর চেয়েও অধিক নিপীড়নমূলক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, যত দিন আল্লাহ চাইবেন। তারপর আল্লাহ সেটিও উঠিয়ে নেবেন। এরপর পুনরায় খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই কথা বলে তিনি নীরব হয়ে যান।"**

সুতরাং এটি ছিল মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী, তদনুযায়ী আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পর ইসলামের পুনর্জীবনের একটি নতুন যুগ আরম্ভ হয় এবং তাঁর (আ.) মৃত্যুর পর খিলাফতের যুগও শুরু হয়। আমি যে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেছি, সেখানে আল্লাহ তা'লা বলেন, এর অনুবাদ হলো, **"আর তারা আল্লাহ তা'লার দৃঢ় শপথ করেছিল যে, যদি তুমি তাদেরকে আদেশ দাও তাহলে তারা অবশ্যই বের হয়ে যাবে। তুমি বলো, তোমরা শপথ করো না। নিয়ম অনুযায়ী আনুগত্য করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যা করো সে বিষয়ে সদা অবহিত থাকেন। তুমি বলো, আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসূলের আনুগত্য করো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তাঁর ওপর কেবল ততটুকু দায়িত্বই রয়েছে যা তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছে এবং তোমাদের ওপরও ততটুকুই দায়িত্ব রয়েছে যতটুকু তোমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে। আর যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য করো তবে হেদায়েত পাবে। আর সেই রসূলের ওপর স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছানো**

ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ তা'লা তাদের সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা বানাবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছেন। আর তাদের জন্য তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন, অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তাদের ভয়ের অবস্থার পর অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তার অবস্থায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমার ইবাদত করবে। আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর যারা এরপরও অকৃতজ্ঞতা করে তারাই হলো অবাধ্য। আর নামায কায়েম করো ও যাকাত প্রদান করো এবং রসূলের আনুগত্য করো যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।"

সুতরাং এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'লা মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ত্রিশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এখন আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতি ত্রিশ বছরের জন্য তো ছিল না, বরং এটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিশ্রুতি এবং এর ব্যাখ্যা মহানবী (সা.)-ও দিয়ে গেছেন। যেমনটি আমি হাদীস পড়েছি যে, নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত ছিল, এরপর রাজত্ব ছিল, তারপর স্বৈরাচারী রাজত্ব ছিল, তারপর পুনরায় নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এটি মসীহ মওউদের যুগে প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং এই বিষয়টি আমাদের আহমদীদের মনে রাখা উচিত যে, আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে মেনে আল্লাহ তা'লার নির্দেশাবলি পালনের একটি অঙ্গীকার করেছি এবং এই অঙ্গীকারের একটি শর্ত হলো এই যে, আমরা সর্বদা খিলাফতের সাথে সংযুক্ত থাকব। আল্লাহ তা'লা এদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, বরং তাকীদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন আর এ বিষয়ে মহানবী (সা.)-এরও নির্দেশনা রয়েছে। সুতরাং যতদিন আমরা খিলাফতের সাথে সংযুক্ত থাকব ততদিন আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে থাকব। কিন্তু এর জন্য শর্তাবলিও রয়েছে, যেমনটি আল্লাহ তা'লা উপর্যুক্ত আয়াতসমূহেও বলেছেন। সুতরাং এই শর্তাবলি পূরণ করাও আমাদের জন্য অপরিহার্য। এগুলো ব্যাখ্যা করার পূর্বে খিলাফতের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যে নির্দেশনা রয়েছে সেটিও আমি পড়ছি। তিনি আল-ওসিয়্যত পুস্তিকায় বলেন,

আল্লাহ তা'লা দু ধরনের শক্তির বিকাশ ঘটান। প্রথমত, স্বয়ং নবীদের হাতে নিজের শক্তির হাত প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়ত, এমন সময়ে যখন নবীর মৃত্যুর পর কষ্টকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় এবং শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে আর ধরে নেয় যে, কাজ নষ্ট হয়ে গেছে এবং বিশ্বাস করে নেয় যে, এখন এই জামা'ত ধ্বংস হয়ে যাবে। আর স্বয়ং জামা'তের লোকজনও সন্দেহে পড়ে যায় ও তাদের কোমর ভেঙে যায় এবং বহু দুর্ভাগা মুরতাদ হবার পথ বেছে নেয়। তখন আল্লাহ তা'লা দ্বিতীয়বার তাঁর প্রবল শক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে সামলে নেন। সুতরাং যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে তারা আল্লাহ তা'লার এই মুজিযা দেখতে পায়, যেমনটি হযরত আবু বকর সিদ্দীকের সময়ে হয়েছিল, যখন মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুকে একটি অসময়ের মৃত্যু মনে করা হয়েছিল এবং অনেক বেদুইন মূর্খ মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ অশিক্ষিত ও মূর্খ লোকেরা, যারা গ্রামের বাসিন্দা ছিল, তারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি সাহাবীরাও দুঃখের আঘাতে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীককে দাঁড় করিয়ে পুনরায় নিজ শক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করেন এবং ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন আর সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন

যাতে তিনি বলেছিলেন যে, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (সূরা নূর ৫৬) অর্থাৎ ভয়ের পর আমরা পুনরায় তাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় করে দেবো। এমনটিই হযরত মূসা (আ.)-এর সময়েও ঘটেছিল যখন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মূসা, মিশর ও কেনান যাওয়ার পথে বনী ইসরাইলকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেন এবং বনী ইসরাইলের মধ্যে তাঁর মৃত্যুতে একটি বড় শোক সৃষ্টি হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "**অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্র চিরন্তন বিধান হলো, খোদা তা'লা দু'ধরনের ক্ষমতার স্বরূপ প্রকাশ করেন– যাতে বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি বৃথা আস্ফালনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান। তাই, খোদা তা'লার পক্ষে এখন তাঁর চিরন্তন রীতি পরিহার করা অসম্ভব। অতএব, তোমাদেরকে আমি যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ো না আর তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কেননা তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত (তথা তাঁর অপার ক্ষমতার দ্বিতীয় বিকাশ) দেখাও আবশ্যক আর এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, তা স্থায়ী** (এখানেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উক্ত হাদীস অনুসারে এক স্থায়ী কুদরতকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন) **যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না**। তিনি (আ.) বলেন, **আর সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু আমার চলে যাবার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত'কে প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে। যেভাবে 'বারাহীনে আহমদীয়ায়' খোদার প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান। আর সেই প্রতিশ্রুতি তোমাদের সাথে সম্পৃক্ত, আমার নিজের সম্বন্ধে নয়। যেমনটি খোদা তা'লা বলেছেন,** میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دونگا **(তোমার অনুসারী এ জামা'তকে আমি কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিব) অতএব, তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই যুগ আসে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতির যুগ। আমাদের খোদা অঙ্গীকার পূর্ণকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এর সবই তিনি তোমাদের পূর্ণ করে দেখাবেন। যদিও এটি পৃথিবীর শেষ যুগ আর বহু বিপদাপদ আপতিত হবারও যুগ, তথাপি খোদা যে-সব বিষয় পূর্ণ হবার আগাম সংবাদ দিয়েছেন সেগুলো পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ জগৎ টিকে থাকতে বাধ্য। আমি খোদার পক্ষ হতে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি বরং আমি খোদার এক মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরো কতিপয় ব্যক্তি আসবেন যাঁরা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হবেন**। অতএব, তোমরা খোদার দ্বিতীয় কুদরতের অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাকো। প্রত্যেক দেশে নিষ্ঠাবানদের জামা'তের সমবেতভাবে দোয়ায় নিমগ্ন থাকা বাঞ্ছনীয় যেন দ্বিতীয় কুদরত আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং তোমাদের খোদা কত মহাপরাক্রমশালী তাও তোমাদেরকে দেখানো হয়।

এখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটিও বলেছেন, 'কুদরতে সানীয়া' বা দ্বিতীয় কুদরতের অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়ায় রত থাকো এবং প্রত্যেক দেশে পুণ্যবানদের জামা'ত যেন সমবেতভাবে দোয়া করতে তাকে। তিনি (আ.) যখন একথা বলেছিলেন তখন ইন্ডিয়া'তে অর্থাৎ ভারতবর্ষে আহমদীয়া জামা'ত ছিল আর (হয়তবা) গুটিকতক মানুষ বহির্বিশ্বে ছিল। কিন্তু তিনি (আ.) এক অর্থে এই ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন যে, **'প্রত্যেক দেশে এরা যেন দোয়া করতে থাকে'**, অর্থাৎ ভবিষ্যতে এমন এক যুগ আসবে যখন বিশ্বের সকল স্থানে আহমদীয়া জামা'ত বিস্তৃতি লাভ করবে। আর বর্তমানে আমরা সেই যুগ দেখছি যে, বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামা'ত প্রসার লাভ করেছে। আর প্রত্যেক স্থানে খিলাফতের প্রতি

বিশ্বস্ততা, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, যা দূরদূরান্তের দেশসমূহের অধিবাসীদের মাঝেও (পরিলক্ষিত হয়)। পঞ্চম খিলাফতের নির্বাচনের সময়েও আপনারা দেখেছেন, কীভাবে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত মানুষজন সমবেতভাবে খিলাফত ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকার অঙ্গীকার করেছে এবং বয়আত করেছে। আর এই বয়আত, ইনশাআল্লাহ্, ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে, লোকেরা (বয়আত) করতে থাকবে। ভবিষ্যতে সর্বদা এই অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে স্বীয় কল্যাণরাজিতে ভূষিত করতে থাকবেন, কেননা এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। এটি মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এটি আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সংবাদ লাভ করে আমাদেরকে এই শুভসংবাদের বার্তা দিয়েছেন।

অতএব, আমাদের উচিত, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা, নিযামে খিলাফত (তথা খিলাফত ব্যবস্থাপনা)-কে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা। আমরা যদি এমনটি করতে থাকি তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত আমরা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকব, আমাদের প্রজন্ম সম্পৃক্ত থাকবে এবং এর কল্যাণ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে থাকবে।

কোনো কোনো মানুষের ধারণা হলো, হয়ত আহমদীয়া জামা'তের খিলাফত রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি হলো, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং আমি যে হাদীস পাঠ করেছি তাতেও তিনি (সা.) এ কথাই বলেছেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্য থেকেও এটি স্পষ্ট হয় যে, আহমদীয়া জামা'তের খিলাফত– ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আধ্যাত্মিক খিলাফত হিসেবে (প্রতিষ্ঠিত) থাকবে এবং এর ধারা কিয়ামত অবধি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর এর মাঝে এমন কোনো যুগ আসবে না যখন বলা হবে, হয়ত তাদের মাঝে রাজতন্ত্র এসে গেছে। কোনো কোনো নৈরাজ্যসৃষ্টিকারী মানুষ বলে, আহমদীয়া জামা'তে রাজতন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে। এটি কখনো হবে না, এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। সর্বদা (এই) আধ্যাত্মিক খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমাদের মাঝেও ঠিক সেভাবেই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে যেভাবে পূববর্তীদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর সেই খিলাফত রাজতন্ত্রের খিলাফত ছিল না বরং আধ্যাত্মিক খিলাফত ছিল যার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত নবীদের ইতিহাস থেকে আমরা এটিই জানতে পারি, তা খিলাফতের ব্যবস্থাপনা ছিল, যা সরাসরি আল্লাহ্ তা'লা দিতেন। কিন্তু একটি ভিন্ন ব্যবস্থাপনাও আল্লাহ্ তা'লা বানিয়েছেন যা খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে আরম্ভ হয়েছে আর তা (এখনও) আগুয়ান।

একবার হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার ধারণা ছিল, হয়ত এমন এক যুগ আসবে যখন রাজতন্ত্রের ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন এটি জানতে পারেন তখন তিনি অত্যন্ত কঠোরতার সাথে এর (ধারণার) অপনোদন করেন এবং খণ্ডন করেন আর তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'তের মাঝে কখনো রাজতন্ত্র আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতা ও খোদাভীতি থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। আর এটি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (অধিকন্তু) আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেমনটি তিনি স্বয়ং বলছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সেসব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আহমদীয়া জামা'তের মাঝে এমন কোনো ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত হবে না যা তাঁর (আ.) খিলাফতকে আঘাত করতে পারে এবং ক্ষতি করতে পারে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) খিলাফতের মর্যাদা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন এবং পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাই এর

পর (তার) নিজের কোনো ভিন্ন মতামত রাখার আর থাকার প্রশ্নই ওঠে না। বরং তিনি বলতেন, যদি কোনো বিষয়ে আমি ভিন্ন কোনো মত রাখতাম আর খলীফাতুল মসীহ্ এর বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তাঁর মতামত যদি ভিন্ন হয় তাহলে আমার হৃদয়ে কখনো এই চিন্তাও আসে নি যে, আমার ব্যক্তিগত কোনো মতামত রয়েছে। এই ছিল পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা।

যাহোক, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদেরকে ঐশী প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই ব্যবস্থাপনা, যা আল্লাহ তা'লার ইচ্ছানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর সে অনুযায়ী চলতে থাকবে। আর এতে জাগতিক কোনো রাজতন্ত্র আসবে না। **যুগ খলীফা নিজের নামাযে এবং রাতের বেলা উঠে জামা'তের সদস্যদের জন্য দোয়া করেন, এমন কোনো বাদশাহ্ আছে কি যে এমন কাজ করে?**

অতএব, এই বিষয়টি যদি আমরা স্মরণ রাখি এবং সে অনুযায়ী কাজ করি, তবেই আমরা সফল হতে পারবো। আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এটি সেসব মানুষ লাভ করবে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে এমন মানুষ যারা আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশের প্রতি আনুগত্য করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই প্রতিশ্রুতির অংশ লাভ করতে থাকব। সেই লোকেরাও অংশ পেতে থাকবে। যদি আমল না করা হয় তাহলে এমন মানুষ (জামা'ত থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু খোদার প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ হবে না; ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا অর্থাৎ, যদি তোমরা আনুগত্য করো তাহলে হিদায়াত পাবে এবং হিদায়াত পেতে থাকবে। (সূরা আন্ নূরঃ ৫৫) পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা সেসব মানুষের সাথে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। (সূরা আন্ নূরঃ ৫৬) ঈমান ও সৎকর্মের মান পূর্বের আয়াতে বর্ণনা করে দিয়েছেন। পূর্ণ আনুগত্যের জোয়াল নিজ কাঁধে রাখ তবেই প্রকৃত মু'মিন আখ্যায়িত হবে। তবেই পুণ্যকর্ম সম্পাদনের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হবে। আর এতে অগ্রসর হতে থাকার দিকে মনোযোগ সৃষ্টি হবে। যখন এই মান অর্জিত হবে তবেই খিলাফতের নিয়ামত (পুরস্কার) দ্বারা আমরা কল্যাণমণ্ডিত হতে থাকবো।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতকে প্রবহমান রাখার এবং এটা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হবার জন্য আমাদেরকে এই তাগাদা দিয়েছেন যে, যারা এই খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হবে তারা যেন আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করে এবং তাঁর নির্দেশাবলির ওপর আমল করে। মুসলমানদের মাঝে লক্ষ্য করুন, ইতিহাস আমাদের বলে আর মহানবী (সা.) এর যেই হাদীসটি রয়েছে সে অনুযায়ী আমরা দেখতে পাই, মুসলমানদের মাঝে প্রকৃত খিলাফত, খিলাফতে রাশেদা সে সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আনুগত্যের জোয়াল নিজেদের ঘাড়ে রেখেছে। যখন আনুগত্যের বাহিরে চলে গেছে তখন খিলাফত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে।

অতএব, এই বিষয়টি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, আহমদীয়া জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যদি এর দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হতে হয় তাহলে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হবার প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব। খিলাফতের পূর্ণ আনুগত্য করাও প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব এবং যুগ খলীফার নির্দেশাবলি মেনে চলা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখাও প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব। তবেই সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। তবেই সে এ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে থাকবে। যা এক প্রকৃত মু'মিন ও খিলাফতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীর জন্য আল্লাহ্ তা'লা জরুরি আখ্যা দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লার খিলাফতের এই ব্যবস্থাপনা এমন একটি ব্যবস্থাপনা যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং হৃদয়গুলোকে পরিবর্তন করেন। এটিই ঐশী সাহায্য যা সর্বদা প্রত্যেক খিলাফতের যুগে আমরা দেখেছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল হযরত মওলানা নূরুদ্দিন সাহেব (রা.), যখন তিনি খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন তখন তাঁর সাথেও আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন ছিল, আর মানুষ তাঁর বয়আত গ্রহণ করেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এর যুগেও আমরা দেখেছি বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন তাঁর সাথে ছিল এবং এই সাহায্য ও সমর্থন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর প্রতিশ্রুতিসমূহকে পূর্ণতা দানকারী ছিল। এরপর আহমদীয়া জামা'ত একহাতে একতাবদ্ধ হয়ে যায় আর যারা খিলাফতের ব্যবস্থাপনার বিরোধী ছিল অথবা ভবিষ্যতে খিলাফত প্রবহমান রাখার বিরুদ্ধে ছিল, তারা পৃথক হয়ে যায়। আর তাদের কোন মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে নি। অতঃপর তৃতীয় খিলাফতের যুগেও আমরা দেখেছি কীভাবে এক হাতে মানুষ একত্রিত হয়েছে। এরপর চতুর্থ খিলাফতের যুগে আমরা দেখেছি কীভাবে মানুষ একত্রিত হয়েছে এবং আর কোন প্রকার অনিষ্ট তাদেরকে বিক্ষিপ্ত হতে দেয় নি। এরপর পঞ্চম খিলাফতেও যেভাবে আমি পূর্বেও কয়েকবার বর্ণনা করেছি কীভাবে মানুষ একত্রিত হয়েছে। এটি একটি দৃষ্টান্ত, এমন একটি দৃষ্টান্ত যার কোন তুলনা হয় না। দূর দূরান্তের মানুষ একত্রিত হয়েছে এবং এমন বিশ্বস্ততার সম্পর্ক তারা প্রকাশ করেছে যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

বর্তমান বিশ্বে আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন আহমদীয়া জামা'তই রয়েছে যা একটি ব্যবস্থাপনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে। এ কথাও সত্য, শত্রুদের পক্ষ থেকে আহমদীয়া জামা'তের ওপর চরম মাত্রায় অত্যাচারের বৃষ্টি বর্ষণ করা হচ্ছে, বিশেষত পাকিস্তানে এবং আরো কয়েকটি দেশে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে সবাই নিজেদের ঈমানে দৃঢ় আছেন এবং এতকিছু সত্ত্বেও এই কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, এই কষ্ট আমাদেরকে আমাদের ধর্ম থেকে দূরে সরাতে পারবে না। এর প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ও আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ওপর অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষণ করছেন, যার তুলনা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেউ করতে পারবে না। পাকিস্তানে দেখে নিন ১৯৭৪ সালে জামা'তের বিরুদ্ধে যে বিশৃঙ্খলা হয়েছে তা সত্ত্বেও জামা'ত উন্নতির পথে ধাবমান ছিল এবং পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ১৯৮৪ সালে জামা'তের বিরুদ্ধে যে আইন পাশ হয়েছে তাতে জামা'তের উন্নতিতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় নি।

যুগ-খলীফাকে মূল কেন্দ্র রাবওয়া, পাকিস্তান হতে বের হতে হয়েছে। এর ফলে জামা'তের উন্নতির পথে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয় নি। বরং বর্হিদেশে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে, আল্লাহ তা'লার কৃপার অশেষ বারিধারা খিলাফতের অধীনস্থদের এবং খিলাফতের ওপর এক নতুন রূপে বর্ষিত হতে আমরা দেখেছি এবং এক নব যুগের সূচনা হয়েছে। চতুর্থ খিলাফতের যুগে জামা'ত কীভাবে উন্নতি করেছে, আমরা তা দেখেছি। আর বর্তমান যুগে শত্রুদের চরম নির্যাতন ও বিরোধিতা সত্ত্বেও, জামা'ত কীভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে, আজ আমরা তা প্রত্যক্ষ করছি। যদিওবা শত্রুরা অত্যাচারের চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। বিশেষ করে ২০১০ এর পর থেকে যখন বিরোধীরা ব্যাপকভাবে আমাদের মসজিদের ওপর হামলা করে আহমদীদের শহীদ করেছে এবং এখনো বিভিন্ন সময়ে শাহাদতের ঘটনা ঘটছে, আর এ সংখ্যা কখনো কম আবার কখনো বেশী, এসব ঘটনা আমরা ঘটতে দেখছি। পঞ্চম খিলাফতের যুগে শাহাদাতের অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এর বিপরীতে মানুষের ঈমানকে

আল্লাহ তা'লা নড়বড়ে হতে দেন নি। আল্লাহ তা'লার কৃপায় আহমদীরা ঈমানে উন্নতি করছে। তারা যে কেবল ঈমানে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে তা নয় বরং তাদের ঈমান আরো সুদৃঢ় হয়ে চলেছে। এ কথা ঠিক, কিছু লোক দুর্বল ঈমানের থেকে থাকবে, কিছু লোক দূরে সরে গিয়ে থাকবে, কিন্তু অধিকাংশরাই ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং আল্লাহ তা'লা তাদেরকে (এর প্রতিদান) পুরস্কৃত করছেন ও বিভিন্ন মাধ্যমে তা দিচ্ছেন। বিদেশে যাবার তাদের সুযোগ ঘটেছে আর এভাবে আল্লাহ তা'লা তাদেরকে জাগতিক উন্নতিও প্রদান করেছেন। বাইরের জগতেও আমরা দেখছি যে, বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া জামা'ত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে। খিলাফতের সাথে আল্লাহ তা'লার এটাই অঙ্গীকার ছিল যার ফলাফল প্রকাশিত হচ্ছে যে, আজ পৃথিবীর ২১৩ বা ২১৪টি দেশে আহমদীয়া জামা'তের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত আছে। আল্লাহ তা'লার কৃপায় নিষ্ঠাবানদের জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। দূর দূরান্তে বসবাসকারী অনেকেই এমন আছেন, যাদের খিলাফতের সাথে সম্পর্ক দেখে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। বহু দূর, আফ্রিকার গ্রামে বসবাসকারী আহমদীদের খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার ঘটনা পূর্বেও বলেছি এবং এসব ঘটনা বলতেও থাকি। নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও তারা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

'বুর্কিনা ফাসো'র 'ডোরি' নামক স্থানে যেখানে আট নয় জন আহমদীর শাহাদাতের ঘটনা ঘটেছে, তারা ঈমানের ওপর অবিচল থেকে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাদের সন্তান ও বংশধর ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে। তারা বলে আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর ওপর সেভাবেই ঈমান রাখি যেভাবে আমাদের শহীদরা (ঈমান) রেখেছে এবং (এর জন্য) নিজেদের কুরবান করেছে। আমরাও নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত আছি। খিলাফতের জন্য এবং খিলাফত ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য প্রত্যেক ধরনের ত্যাগ স্বীকার করার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। তারা এমন এমন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাপূর্ণ বার্তা আমাকে পাঠায় যা পড়ে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাই। দূর দূরান্তে বসবাসকারী এসব মানুষেরা যাদেরকে আমরা অনেক সময় মূর্খ ভেবে থাকি, তাদের মধ্যে ঈমানের তেজদীপ্ততা; তাদের লেখা, তাদের আবেগ, তাদের ভালোবাসা, খিলাফতের প্রতি তাদের অনুরাগ এবং প্রেম; ব্যক্ত করা অসাধ্য ও এর উদাহরণ দেওয়াও অসম্ভব। অতএব, আহমদীয়া খিলাফতের সাথে আল্লাহ তা'লার অঙ্গীকার যে এটি স্থায়ী হবে, এই চিরস্থায়ী ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আল্লাহ তা'লা মানুষের হৃদয় সমূহকে ঈমান দ্বারা পূর্ণ করছেন এবং পূর্ণ করে যাচ্ছেন। আমি আফ্রিকার এক দেশে গিয়েছিলাম। এক ব্যক্তি যার হাত সঠিকভাবে কাজ করতো না, পঙ্গু ছিলেন, তিনি আমাকে সালাম দিলেন আর এভাবে শক্ত করে আমার হাত ধরলেন, আমার মনে হলো আমার হাত যেন কোন যন্ত্রে আটকে গেছে। ভালোবাসার এমন প্রকাশ করছিলেন যে, আশ্চর্য হয়ে যেতাম। তাকে আমি চিনিও না তদুপরি এমন অগাধ ভালোবাসা! আসলে এটি খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা। তারা আমাকে দেখে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়তো।

কোনো পূর্বপরিচয় ছিল না, কোনো জানাশোনাও ছিল না, **কিন্তু তারা এমনভাবে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদত যে, আমি বিস্মিত হয়ে যেতাম– আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তাদের হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি এমন গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন! তারা অঙ্গীকার করত, আমরা আহমদীয়া খিলাফত রক্ষার জন্য যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। এ শুধু মৌখিক অঙ্গীকার নয়, বরং আমরা তা প্রমাণও করব। প্রতি বছর অগণিত মানুষ আমাকে চিঠি লেখেন, যাদের মধ্যে ছোটো ছোটো শিশুরা, নারীরা, যুবকেরা এবং বৃদ্ধরাও থাকেন। এসব চিঠিতে এমন হৃদয়ছোঁয়া ভালোবাসার প্রকাশ থাকে, যা দেখে মানুষ অবাক হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে**

খিলাফতের প্রতি, জামা'তের প্রতি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি এমন নিখাদ ভালোবাসা তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন! ইসলাম ও জামা'তের অগ্রগতির জন্য তাদের হৃদয়ে কী গভীর বেদনা সৃষ্টি করেছেন! অতএব এটাই সেই বরকতময় বস্তু– যা আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর এটি অব্যাহত রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বলেন, তোমরা যদি ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করো, ভালো কাজ করো তাহলে এই খিলাফতের মাধ্যমে তোমরা বরকত পেতেই থাকবে।'

আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতসমূহে আরো বলেন, ঈমানে উন্নতি লাভকারী সেসব ব্যক্তি এমন হয় যারা কখনো শিরক করে না। অতএব আমাদের জন্য এ কথাটিও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, আমরা যেন সব ধরনের শিরক থেকে নিজেদের দূরে রাখি। কিছুদিন আগে ইউকে শুরায় আমি একটি ভাষণ দিয়েছিলাম, সেখানে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলাম, যদি আমাদের মধ্যে অহংকার বা আমিত্ব থাকে, তা সে সাধারণ সদস্য হোক বা কোনো কর্মকর্তা হোক, কেবল কর্মকর্তারাই সম্বোধিত নয়, বরং প্রত্যেক আহমদী সম্বোধিত– সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে, আমাদের মাঝে শিরক জড়িয়ে আছে।

সুতরাং আমরা যদি খিলাফতের প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে চাই, আমরা যদি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের অংশীদার হতে চাই, তবে আমাদেরকে সকল প্রকার অহংকার থেকে, নিজেদের আমিত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে। আর এ থেকে নিজেকে পবিত্র করতে হবে। আর একজন কর্মকর্তা বা সাধারণ কর্মী তখনই সত্যিকার অর্থে জামা'তের জন্য উপকারী ও কার্যকর হতে পারবে, যখন তার আমিত্ব বিলীন হয়ে যাবে, তার অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এবং একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা এটি বলেন, এই ঈমানদাররা এমন লোক– যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পূর্ণ আনুগত্য করে। আর এমন লোকদের প্রতিই আল্লাহ্ তা'লার কৃপা বর্ষিত হয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে যে পুরস্কারের ধারা তথা খিলাফতের যে ধারা শুরু করেছেন, তা থেকে কল্যাণ লাভের জন্য প্রত্যেক আহমদীকে আল্লাহ্র এই নির্দেশ স্মরণ রাখতে হবে যে, খিলাফতের কল্যাণ অব্যাহত রাখার এই প্রতিশ্রুতি কিংবা খিলাফতের কল্যাণ কেবল তারাই লাভ করবে যারা পূর্ণ আনুগত্যশীল। আল্লাহ্র ইবাদতকে সবসময় অগ্রগণ্য রাখতে হবে, কেননা যারা আল্লাহ্র পূর্ণ আনুগত্য করে তারাই আল্লাহ্কে সর্বদা স্মরণ করে ও তাঁর ইবাদত করে। আর ইবাদতের অন্যতম প্রধান দিক হচ্ছে নামায। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বার বার নামায প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন। অতএব নামায প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য প্রত্যেক আহমদী– যে নিজেকে খিলাফতের সঙ্গে সংযুক্ত মনে করে বা সম্পৃক্ত করতে চায় এবং এর কল্যাণ লাভ করতে চায়, তার জন্য নামায প্রতিষ্ঠার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অত্যন্ত সুন্দর একটি আঙ্গিকে নামায প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন, নামাযের সর্বোত্তম অংশ হলো জুমুআ যেখানে ইমাম খুতবা ও উপদেশ প্রদান করেন এবং যুগ-খলীফা পৃথিবীর সার্বিক পরিস্থিতির বিচারে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিতে সময়ে সময়ে উদ্ভূত প্রয়োজনীয়তার আলোকে উপদেশ প্রদান করেন যার ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হয়। যুগ-খলীফা সকলের কিবলা একমুখী করে রাখেন। আজ আমাদের সামনে এর প্রকৃত চিত্র বিদ্যমান। বর্তমানে এম.টি.এ-র মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছেন যার মাধ্যমে যুগ-খলীফার খুতবা পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে,

প্রত্যেক এলাকায়, প্রত্যেক শহরে, প্রত্যেক গ্রামে শোনা ও দেখা যায়। আর শুধু এটিই নয় যে, যে কথা যুগ-খলীফা বলে থাকেন তা কেবল সামনে বসা লোকদের জন্য হয়ে থাকে, বরং অগণিত এমন চিঠি আফ্রিকা, তুরস্ক, রাশিয়ার ন্যায় দেশগুলো থেকে আমার নিকট আসে যে, আপনি যে কথাগুলো বলছেন তা এমন মনে হয় যে আমাদের অবস্থা অনুযায়ী বলছেন এবং তা শুনে আমাদের সংশোধনের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয় এবং এই অনুভূতি জন্মায় যে, প্রকৃত অর্থেই খিলাফত ব্যবস্থাপনা এমন এক ব্যবস্থাপনা যা আমাদেরকে এক সুতায় গেঁথে দিয়েছে।

অতএব এই ধারণা পোষণ করা, যা কিছু বলা হচ্ছে তা কেবল পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে বা ইউরোপের কতক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, বিষয়টি এমন নয়, বরং চিঠি-পত্রাদি দ্বারা আমি এটি বুঝতে পারি যে, পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি দেশে যে আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে সেগুলোর মধ্যে এমন কোনো না কোনো বিষয় রয়েছে যেগুলো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত আর এর ফলে মানুষের নিজের সংশোধনের সুযোগ লাভ হয়। বর্তমানে আমি ইসলামের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছি, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত নিয়ে আলোচনা করছি, এর মধ্যেও এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা আমাদের জন্য উপদেশমূলক; আর মানুষ এ থেকে অনেক উপকৃত হচ্ছে। এছাড়া তারা ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কেও জানতে পারছে, ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি সম্পর্কে জানতে পারছে। আর এর ফলশ্রুতিতে সাহাবীদের জীবনচরিত সম্পর্কেও তারা জ্ঞান লাভ করছে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.)-এর উত্তম চারিত্রিক আদর্শ সম্পর্কেও অবগত হচ্ছে। কতক এমন বিষয়ও রয়েছে যা তাদের ব্যক্তিগত সংশোধনের ক্ষেত্রে উপকারে আসে এবং এ থেকে তারা উপকৃত হচ্ছে। আর মানুষ এ বিষয়ের স্বীকারোক্তিও প্রদান করে থাকে।

অতএব এই খিলাফতই সেই মাধ্যম– যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার মাধ্যমে এক অতুলনীয় ঐক্য আহমদীয়া জামা'ত সৃষ্টি হয়েছে এবং পৃথিবীর ২১৫টি দেশে বসবাসরত প্রত্যেক আহমদী ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে এবং নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করছে। আল্লাহ্ তা'লা যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন, এটিও সম্পদ পবিত্রকরণের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক। নিজেদের ধনসম্পদকে পবিত্র করা এর জন্য প্রয়োজন। এর মধ্যে অন্যান্য আর্থিক কুরাবনীও অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই, কেবল আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমেই এই আর্থিক ব্যবস্থাপনা চলমান আছে এবং যুগ-খলীফার আনুগত্যে চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে পৃথিবীতে জামা'ত ও জামা'তের সদস্যদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ হচ্ছে। একটি দেশে যদি স্বল্পতা থাকে তবে অন্য দেশের মাধ্যমে সেই স্বল্পতা পূরণ করা হচ্ছে। আফ্রিকার লোকজন যদিও অনেক কুরবানী করে থাকে, কিন্তু তাদের অবস্থা এরূপ যে, তাদের আয়ের তুলনায় ব্যয় অনেক বেশি; তাই বাইরের দেশ হতে সেখানে অর্থ পাঠাতে হয়। আর এর মাধ্যমে সেখানে স্কুল, হাসপাতাল, মিশন হাউস এবং মসজিদের ব্যয়ভার নির্বাহ হচ্ছে এবং সেখানকার লোকজনও এজন্য অনেক কৃতজ্ঞ যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একটি ব্যবস্থাপনার অধীনে রেখে এ দ্বারা উপকৃত হবার সৌভাগ্য প্রদান করেছেন। বিরুদ্ধবাদীরা এসব দেশে যায় এবং কতক স্থান এমন হয়ে থাকে যেখানে গিয়ে তারা বলে,

তোমরা কাদিয়ানী ধর্ম ছেড়ে দাও, মির্যায়ীয়্যত বা আহমদীয়াত ছেড়ে দাও। এরা (আহমদীরা) ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী চলে না। কিন্তু লোকেরা তাদেরকে এটিই জবাব দেয় যে এতদিন তো তোমরা আমাদেরকে কিছুই শিখাও নি, অর্থাৎ ঐসব অ-আহমদীদেরকে তারা

এ জবাব দেয় যারা তাদের কাছে আসে। আজ আহমদীয়া জামা'ত আমাদের কাছে এসেছে। তারা আমাদের গ্রামে, মফস্বলে এবং শহরে মসজিদও নির্মাণ করেছে, আমাদের শিক্ষার প্রতিও দৃষ্টি দিয়েছে, আমাদেরকে স্কুলের সুবিধাও সরবরাহ করেছে, আমাদেরকে হাসপাতালও বানিয়ে দিয়েছে এবং আমাদেরকে ধর্মও শিখাচ্ছে। আমাদেরকে কুরআন করীম পড়াচ্ছে, কুরআনের অনুবাদও পড়াচ্ছে। তোমরা তো এখন পর্যন্ত কিছুই করোনি। অথচ এখন তাদের বিরোধিতা করতে চলে এসেছো? আর এটি বলার জন্য আমাদের পেছনে লেগেছ যে এরা মুসলমান নয়? এরা যদি মুসলমান না হয় তাহলে পৃথিবীতে কেউই মুসলমান নয়। এ উত্তর ছিল নবদীক্ষিত আহমদীর। সুতরাং এটিও খিলাফত প্রবর্তিত ব্যবস্থাপনা যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা লোকদের হৃদয়ে অর্থিক কুরবানীর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। চাঁদা সমূহ ও যাকাতের মাধ্যমে ও খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে সেটির বৈধ, উপযুক্ত ও প্রকৃত ব্যবহার হচ্ছে। দরিদ্রদের প্রতিপালনও হচ্ছে, অভাবীদের অভাব মোচনও হচ্ছে এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজও হচ্ছে।

যাহোক, যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছিলাম, কিছু এরূপ পরিস্থিতিও রয়েছে যেগুলোর কারণে কিছু স্থানে কিছু কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বাংলাদেশ রয়েছে, আরব বিশ্বের কিছু রাষ্ট্র রয়েছে, আফ্রিকান রাষ্ট্র রয়েছে, পাকিস্তান রয়েছে, আরো কিছু স্থানও রয়েছে। বর্তমানে ফিলিস্তিনেও যেখানে কম বেশী কিছু সংখ্যক আহমদী রয়েছে, তারা খুবই কষ্টে রয়েছে। সামগ্রিকভাবে তো সেখানকার পুরো ফিলিস্তিন জাতিই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন এবং তাদের ওপর চরম নিপীড়নমূলক ও পাশবিকভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও অত্যাচার থেকে মুক্তি দিন যা ফিলিস্তিনিদের ওপর চলছে। এসব অত্যাচারীরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্বংশ ও বিনাশ সাধনের চেষ্টা করছে এবং তারা সেখানে সেটি করছেও। আল্লাহ্ তা'লা করুণা করুন। কিন্তু আহমদীগণ এসব বিপদ ও সমস্যাবলি দেখা সত্তেও এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে আমাদের ভেতর খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যা আমাদেরকে সান্তনাও দেয় এবং আমাদের প্রয়োজনাদী পূর্ণ করারও চেষ্টা করে। পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই, যেমন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, অনেক বিপদাবলি প্রকাশিত হবে। কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপদ, আর কিছু মানুষের নিজ ভূলের কারণে ও আমিত্বের কারণে একটি ফিতনা ও বিশৃঙ্খলায় পৃথিবীবাসী নিপতিত যার কারণে যুদ্ধ হচ্ছে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। যদি এসব লোকেরা এখনো আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোযোগী না হয়, তবে পৃথিবীতে একটি ধ্বংষযজ্ঞ আসতে যাচ্ছে যে ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বেশ কয়েকবার ভবিষ্যদ্বানী করেছেন। সুতরাং খিলাফত ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্তদের জন্য আবশ্যক তারা যেন এদিকে দৃষ্টি দেয় যে, আমাদেরকে পৃথিবীবাসীকেও ধ্বংশ থেকে রক্ষা করতে হবে। আর যখন পৃথিবীবাসীকে ধ্বংস থেকে বাঁচানোর অঙ্গীকার করবে তখন সেজন্য চেষ্টাও করবে। আর চেষ্টা এটি হবে যে পৃথিবীবাসীকে আল্লাহ্ তা'লার দিকে আনয়নের পূর্ণ প্রচেষ্টা করুন এবং (আহমদীয়াতের) বাণী পৌঁছানোর জন্য উপকরণাদী ও শক্তি সামর্থ্যের মাধ্যমে সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং সেজন্য প্রাণ, সম্পদ ও সময় কুরবানী করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকুন। অনুরূপভাবে নিজেও আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক এভাবে বৃদ্ধি করুন যেন প্রতিটি আহমদীর ওপর আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা বর্ষিত হয় এবং সে সেই কৃপার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনকারী হয়। আর যখন আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনকারী হবে তখন যেখানে পৃথিবীবাসীকে রক্ষাকারী হবে, সেখানে নিজ বংশধরদের রক্ষাকারীও হবে এবং নিজেকেও

বিপদাবলি থেকে রক্ষা করতে পারবে। কেননা এসব বিপদাবলি ও ধ্বংসযজ্ঞ এমন প্রকট আকার ধারণ করছে এবং জানা নেই আগামীতে কী অবস্থা হতে চলেছে যা মানুষ তা কল্পনাও করতে পারবে না।

অতএব সর্বদা স্মরণ রাখবেন! আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার মাঝেই পৃথিবীর স্থায়ীত্ব নির্ভর করছে এবং আহমদীয়া খিলাফত সেই ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা, সেই প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিকতা– যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.) সাথে করেছিলেন আর যার ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) করেছিলেন এবং যা হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবার কথা ছিল। অতএব আহমদীয়া খিলাফতের এই শৃঙ্খল আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য এটি একটি মাধ্যম। এজন্য প্রত্যেক আহমদীকে চেষ্টা করা উচিত এবং যখন আমরা এটি করব, তখন খোদা তা'লা আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের অধিকারী করবেন। আর সেই অনুগ্রহগুলো এমন যা কখনও পৃথিবীর অন্য কারো ওপর অবতীর্ণ হতে পারে না।

পরিশেষে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পাঠ করছি। তিনি (আ.) বলেন,

কখনও একথা মনে করো না যে, খোদা তা'লা তোমাদেরকে বিনষ্ট করবেন। তোমার খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ যা জমিনে বপন করা হয়েছে। খোদা বলেছেন, এ বীজ বাড়বে, ফুল দেবে, প্রত্যেক দিকে এর শাখাপ্রশাখা বের হবে এবং এক মহামহীরুহে পরিণত হবে। সুতরাং কল্যাণ মণ্ডিত তারা– যারা খোদার কথায় ঈমান রাখে এবং মধ্যবর্তী সময়ের বিপদাবলির জন্য ভীত হয় না। কেননা বিপদাবলির আগমনও আবশ্যক। এর মাধ্যমে খোদা তা'লা তোমাদের পরীক্ষা করে দেখেন যে, কে তোমাদের মাঝে নিজ বয়আতের দাবীতে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। যে-ব্যক্তি কোন বিপদের সময় পদস্থলিত হবে, সে খোদার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তার দুর্ভাগ্য তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। তার জন্ম না হলেই তার জন্য ভাল ছিল। কিন্তু সে-সব ব্যক্তি যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে, তাদের ওপর বিপদাবলির ভূমিকম্প আসবে, দুর্ঘটনার তুফান বইবে, জাতিসমূহ তাদের প্রতি হাসি-বিদ্রুপ করবে এবং জগৎ তাদের প্রতি ঘৃণাসূচক ব্যবহার করবে, কিন্তু পরিশেষে তারাই বিজয় লাভ করবে এবং আশিসের দ্বারগুলো তাদের জন্যই উন্মুক্ত হবে। খোদা তা'লা আমার জামা'তকে অবহিত করার জন্য আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, যারা ঈমান এনেছে এমন ঈমান যাতে পার্থিব (স্বার্থ বা লালসার) কোন সংমিশ্রণ নেই এবং সেই ঈমান যা কপটতা ও ভীরুতা দুষ্ট নয় এবং সেই ঈমান যা অজ্ঞানুবর্তিতার কোনো স্তর থেকে বিবর্জিত নয়, এমন ব্যক্তিরা খোদার প্রিয় ব্যক্তি। আর খোদা তা'লা বলেন, তাদের পদচারণাই সত্যের পদচারণা। (আল ওসীয়্যত, পৃ. ১০-১১)

সুতরাং এটি খোদা তা'লার অশেষ অনুগ্রহ, যেভাবে আমি বলেছি, পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি দেশে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়া জামা'তকে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে, আহমদীয়া খিলাফতকে এমনসব সদস্য দান করেছেন যারা নিজ কুরবানীর মানদণ্ডে উন্নতি করে চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে যে-সব প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, সেগুলো আমরা পূর্ণ হতে দেখছি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, খোদা তা'লা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– এই পৃথিবী ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না খোদা তা'লা আমার সব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেন। কিছু আমার জীবদ্দশায় এবং কিছু আমার পরে। [অর্থাৎ কিছু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জীবদ্দশায় এবং কিছু তাঁর (মৃত্যুর) পর]।

এখনো আমরা দেখছি, খোদা তা'লা সেগুলো পূর্ণ করে চলেছেন এবং খিলাফত ব্যবস্থাপনার সাথে যারা যুক্ত, তারা সেগুলো দেখতেও পাচ্ছেন আর ভবিষ্যতেও দেখতে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ্। অতএব আমাদের মধ্যেকার প্রত্যেকের দ্বায়িত্ব হলো, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জেনে যে-সব সুসংবাদ আমাদের দিয়েছেন তার উত্তরাধিকারী হবার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি থেকে অনুগ্রহ লাভ করবার জন্য যেন খোদা তা'লার মহিমা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাকারী হই। নিজেদের হৃদয়ে এবং দুনিয়াবাসীর হৃদয়ে এবং নিজ সন্তান সন্তুতির হৃদয়েও আর ব্যবহারিক কর্মের মাধ্যমে খোদা তা'লার একত্ববাদ প্রকাশকারী হই এবং মানবজাতির প্রতি সত্যিকারের সহানুভূতিশীল যেন হতে পারি। হৃদয়গুরোকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে যেন পবিত্রকারী হই। প্রত্যেক পুণ্যের পথে যেন পদচারনাকারী হই। নিজেদের ঈমানসমূহের রক্ষাকারী হই। পরিপূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকারী হই এবং ঈমানে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনকারী হই। আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে যেন আমাদের পদক্ষেপ সত্যের পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হয়। আর আমরা যেন তার ওয়াদাসমূহ থেকে কল্যাণ অর্জনকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এ সামর্থ্য দান করুন যেন আমাদের মাঝ থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি আহমদীয়া খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সব ধরনের কুরবানি করার জন্য প্রস্তুত থাকে আর আমরা বিভিন্ন সময় যে প্রতিজ্ঞা করে থাকি অঙ্গ-সংগঠনগুলোতেও রয়েছে তাদের সদস্যরাও প্রতিজ্ঞা করে থাকে, তা যেন আমরা পূর্ণকারী হতে পারি। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জীবনে এমন যুগ নিয়ে আসুক যখন আমরা দেখবো যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্ ত'ালার একত্ববাদের পতাকা সর্বত্র উড়ছে এবং মহানবী (সা.) এর দাসত্বের মাধ্যমে লোকেরা দলে দলে আসছে ও আল্লাহ্ তা'লার পরিপূর্ণ আনুগত্যকারি হবার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করছে। আর যখন এমনটি হবে সে-দিনই আমাদের জন্য আনন্দের দিন হবে। সে-দিনই আমাদের জন্য এমন কল্যাণমণ্ডিত দিন হবে যখন আমরা বলবো, আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের যে ওয়াদা করেছিলেন, তার কল্যাণে আজ আমরা কল্যাণমণ্ডিত হচ্ছি। আর এ দিনটিই পৃথিবীকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষাকারী দিন হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিজেদের সংশোধন করার সৌভাগ্য দান করুন। পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার বাণীকে (সমগ্র) পৃথিবীতে পৌঁছানোরও সামর্থ্য প্রদান করুন, আমীন।

নামাজের পর আমি দুটি জানাযার নামাজও পড়াবো। প্রথম যে স্মৃতিচারণ সেটি শ্রদ্ধেয় কর্ণেল ডাক্তার পীর মুহাম্মদ মুনির সাহেবের। তিনি রাবওয়ার ফজলে ওমর হাসপাতালের ব্যবস্থাপকও ছিলেন। গত কয়েকদিন পূর্বে ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। মরহুম আল্লাহর ফজলে মুসী ছিলেন। ডাক্তার সাহেব ১৯৬৩ সালে নিজে বয়া'ত করে জামা'তে অর্ন্তভুক্ত হন। এরপর ১৯৬৭ সালে তিনি ওসিয়্যত করে এ ব্যবস্থাপনায় অর্ন্তভুক্ত হন। ১৯৯১ সালে তার আচার-আচরণ দেখে তার বাবা-মা বয়া'ত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। কর্ণেল পীর মুহাম্মদ মুনির সাহেব চাকুরি থেকে অবসরের পর মুলতান জেলার নায়েব আমির হিসেবেও সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ২০০৪ সালে রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হন এবং অবসর গ্রহণের পর ওয়াকফ করেন। ফজলে ওমর হাসপাতালে তাকে নেয়া হয়। সেখানে সাধারণ চিকিৎসক হিসেবে তিনি সেবা প্রদান করেন। অতপর কিছুদিন পর তাকে ফজলে ওমর হাসপাতালের ব্যবস্থাপক বানানো হয়। সে সময়ও তিনি বারো বছর পর্যন্ত অত্যন্ত আন্তরিকতা, পরিশ্রম ও সহানুভূতির মাধ্যমে সেবা প্রদান করেছেন। তিনি নিজ দায়িত্বাবলি পালন করেছেন। আর ২০১৭ সালে নিজ স্বাস্থ্যের দুর্বলতার কারণে তাকে ব্যবস্থাপক থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় কিন্তু এরপরও ডাক্তার

হিসেবে সেবা প্রদান করতে থাকেন। আর ই.এন.টি বিভাগে তিনি কাজ করেছেন। তিনি ওয়াকফে জিন্দেগী হিসেবেও ১৯ বছর জামা'তের সেবা প্রদান করেছেন। তার স্ত্রী আমাতুল মালিক সাহেবা যিনি হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের নাতনী। তিনি বলেন, তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল পিতা, দয়াশীল স্বামী ছিলেন এবং পুরো পরিবারের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। জামা'ত ও খিলাফতের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল। নিজ ওয়াকফকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে পূর্ণ করার চেষ্টা করতেন। তিনি বর্ণনা করেন, তার সাথে আমার ষাট বছরের সংসার ছিল। তিনি খুবই নম্র স্বভাবের ও সর্বদা সবার দেখাশোনা করতেন। সবসময় নিজ পিতামাতার ন্যায় আমার পিতামাতা, ভাই-বোনের খেয়াল রাখতেন। সব কিছুর উপরে মানবতাকে প্রাধান্য দিতেন। ডিউটি শেষে দেরিতে বাসায় আসলে যখনই তাকে (দেরিতে আসার কারণ) জিজ্ঞেস করতাম তখন তিনি বলতেন, মানুষের কাজ ফাইলের সাথে। যখন ইচ্ছা হয় ফাইল বন্ধ করে দেয় কিন্তু আমার কাজ মানুষের সাথে। আমি তাদের সাথে কাজ করি এবং তাদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রাখা আমার দায়িত্ব। তিনি বর্ণনা করেন, একদিন বাসায় অনেক দেরিতে আসেন। জিজ্ঞেস করলাম, আজকে দেরিতে কেন আসলেন? তিনি উত্তরে বললেন, হাসপাতালের একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী অথবা অন্য কোন ময়লা ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীর অস্ত্রোপচার ছিল আর তার সেবা-শুশ্রূষা করার মত কেউ ছিল না তাই আমি তার পাশে বসে ছিলাম যাতে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে পারি। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং নামায, রোযা ও নফল ইবাদতে নিয়মিত অভ্যস্ত ছিলেন। নিয়মিত রোজা রাখতেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে রোজা রাখতেন। আর যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি যে, তার আদর্শ দেখেই তার পিতামাতা ১৯৯১ সালে বয়আত গ্রহণ করেন। তার মা প্রায়ই বলতেন, আমরা মনে করতাম যে, আহমদীরা (নাউযুবিল্লাহ) মহানবী (সা.)-কে মানে না এবং শুধু মির্যা সাহেবকেই মানে। এ বিষয়টি আমার ভালো লাগতনা কিন্তু যখন দেখলাম যে, আমার ছেলে তাহাজ্জুদও পড়ে আবার নিয়মিত নামাযও আদায় করে তখন আমি বুঝলাম যে, আহমদীরা ভ্রান্ত হতে পারে না। এভাবেই তার (ছেলের) আদর্শ তার পিতা-মাতার আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু তিনি অনেক যাচাই-বাছাই করার পর বয়আত গ্রহণ করেছিলেন তাই কার্যত আমলকারী আহমদী ছিলেন। খিলাফতের সাথে অত্যন্ত ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। সবসময় নিজেকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখতেন আর সবসময় নিজেও (চিঠি লিখতেন) আর সন্তানদেরকেও এই উপদেশ দিতেন যে, যে কোন সমস্যায় যুগ খলীফাকে চিঠি লিখবে। আর জামা'তের সেবার জন্য তার কোন পদের আকাঙ্ক্ষা ছিল না বরং তিনি আমাকে এটি লিখেছেন যে, আপনি আমাকে যে কোন জায়গায় নিযুক্ত করেন বা যে কোন সেবার জন্য নিযুক্ত করেন আমি প্রস্তুত। মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী, তিন সন্তান ছাড়াও নাতি-নাতনী রয়েছে। আল্লাহ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ মুকার্‌রামা সালিমা যাহেদ সাহেবার যিনি কানাডা হলের মুরুব্বি সিলসিলাহ সামিউল্লাহ যাহেদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ইনি কিছুদিন পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহে রাজিউন। মরহুমা একজন ওসীয়্যতকারিনী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়া একজন মেয়ে ও তিনজন পুত্র রয়েছে। তার একজন পুত্র আতাউল মু'মেন যাহেদ সাহেব একজন মুরুব্বি সিলসিলাহ ও জামেয়া আহমদীয়া ইউ.কে-এর শিক্ষক। মু'মেন যাহেদ সাহেবের পিতা লিখেন, (এটি বলা) অতিরঞ্জন হবে না যে তিনি প্রায় ষাট সত্তর জন শিশুকে কুরআন শেখাতেন। যার আমি স্মৃতিচারণ করছি তার মৃত্যুর পর তিনিও

সেই কাজকে অব্যাহত রেখেছেন অর্থাৎ কুরআন করীম পড়াতেন। বরং অনেক আহলে হাদীস ও আহলে সুন্নতের অনুসারীরা প্রকাশ্যে এটি স্বীকার করতেন যে, আমাদের সন্তানদেরকে তিনিই (মরহুমা) কুরআন করীম শিখিয়েছেন। (মরহুমার স্বামী) লিখেছেন, তিনি সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল, সহজ-সরল, অনুগত এবং সেবিকা প্রকৃতির নারী ছিলেন। সর্বদা অন্যের সেবা করতেন। অভাবীদের নিজের চাহিদার ওপর প্রাধান্য দিতেন।

তার পুত্র আতাউল মু'মিন যাহেদ সাহেব বলেন, অভাবের সময়ও তিনি নিজের জন্য ব্যয় না করে অন্যান্য অভাবীদের সাহায্য করাকে প্রাধান্য দিতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। (আমিন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)